ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪৮৬

আগরতলা, ০৬ মার্চ, ২০১৯

মঠচৌমুহনী বাজারে মাছ ও সব্জি মার্কেট শেডের উদ্বোধন
রাজ্যকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ণ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই রাজ্যকে স্ব-নির্ভর হতে হবে। আর স্বরোজগারের মাধ্যমেই স্ব-নির্ভর হওয়ার রাস্তা তৈরি হতে পারে। আজ আগরতলার ধলেশ্বরের মঠচৌমুহনী বাজারে নবনির্মিত মাছ ও সব্জি মার্কেট শেডের দ্বারোদঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, একসময়ে এখানকার মানুষের মনে এমন ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যে সরকারি চাকুরীই রোজগারের একমাত্র মাধ্যম। স্বরোজগারের কোন দিশা ছিলনা। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় স্বরোজগারের সুযোগ রয়েছে। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্য কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। এতে রাজ্যের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বহির্রাজ্য থেকে যা আমদানী করা হচ্ছে তা যদি রাজ্যেই উৎপাদন করা যায় তবে রোজগারের সুযোগ যেমন তৈরি হবে, পাশাপাশি রাজ্যও বিভিন্ন দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানকার মানুষের মধ্যে স্বরোজগারের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু মুখে বললেই উন্নয়ন হয় না। তা করে দেখাতে হয়। রাজ্যকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যসরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে। শহর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে। এই অথরিটি শহর এলাকায় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়ণ করতে পারবে। এই আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলেও বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য, জায়গা কম। জায়গার মূল্যও বেশী। এখানে কম জায়গা ব্যবহার করে কিভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যায় তার জন্য বিল্ডিং রুলস পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে অধিক উচু দালান বাড়ি তৈরি করা যাবে। জায়গা ব্যবহার কম হলে জায়গার দামও কম হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একের পর এক জনমুখী প্রকল্প মানুষের কল্যাণের জন্য বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি সমাজের সব অংশের মানুষের জন্য জনমুখী কাজ করছেন। সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছেও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তা সৌভাগ্য যোজনাই হোক আর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাই হোক। এবারের বজেটেও প্রধানমন্ত্রী দেশের কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পে একজন কৃষক বছরে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

*****২য় পাতায়*

আমাদের কৃষকরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নবনির্মিত সব্জি ও মাছ বিক্রির জন্য বাজার শেডের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, মঠচৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ীদের অনেকদিনের দাবী অনুযায়ী পুর নিগম এই বাজার শেড নির্মাণের পরিকল্পনা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় এই শেড নির্মাণ করা হয়। তিনি বলেন প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তীতে এই শেডের দ্বি-তল বা ত্রি-তল ভবন নির্মাণও করা যাবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। উল্লেখ্য ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যায় করে আগরতলা পুর নিগম এই শেড নির্মাণ করেছে। শেডে মাছ বিক্রির জন্য ২০৪ বর্গ মিটার, সব্জি বিক্রির জন্য ২৭৫ বর্গ মিটার এবং মাংস বিক্রির জন্য ৫০ বর্গ মিটার জায়গা রয়েছে। ১৯১ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এই বাজার শেডে ব্যবসার জায়গা পেয়েছেন। এখানে জল সরবরাহের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে সংরক্ষণ ব্যবস্থাও। অনুষ্ঠানে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় ৩২ জনকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সুবিধাভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন। বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা।

****